তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪০১

**বিদেশগামী কর্মীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে জোর দিতে হবে**

 **-- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশের ভাষা জানা খুবই জরুরি। বিদেশগামী কর্মীদের ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশে আমাদের কর্মী প্রেরণের সুযোগ আছে, সেসব দেশের ভাষা প্রশিক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় কাকরাইলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর সভাকক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বিএমইটি’র মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর আমাদের কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী করা যায় তা নিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে সর্বাগ্রে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশিক্ষণের মানের বিষয়ে কোনো ছাড় নেই উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে হবে। বিদেশগামী কর্মীদেরকে দক্ষ ও স্মার্ট মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। দক্ষ ও স্মার্ট মানবসম্পদই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

সচিব বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর ১০-১২ লাখ লোক বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান লাভ করছে। সরকার অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, আমরা চাই প্রত্যেক প্রবাসী কর্মীর নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত হোক।

এরপর প্রতিমন্ত্রীর সাথে NRB CIP Association এর সভাপতি মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরীর নেতৃত্বে NRB CIP Association এর নেতৃবৃন্দ এবং বায়রা’র সভাপতি মোঃ আবুল বাশার ও মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী’র নেতৃত্বে বায়রা’র নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২.৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪০০

**এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও চীনের কাছে শুল্কমুক্ত সুবিধা চান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

২০২৬ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের পরেও পণ্য রপ্তানিতে ডিউটি-ফ্রি-কোটা-ফ্রি সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য চীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। পাটজাত পণ্য আমদানির পাশাপাশি পাটশিল্প এবং চামড়া শিল্প খাতে বিনিয়োগের জন্য চীন আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলেও এসময় জানান প্রতিমন্ত্রী।

আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা জানান প্রতিমন্ত্রী।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে ২০২৬ সালে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কৌশল নির্ধারণে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (পিটিএ) করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য চীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

এসময় চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, চীন বাংলাদেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে আগ্রহী। এই চুক্তি সম্পাদিত হলে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

আহসানুল ইসলাম বলেন, দেশের পাট ও চামড়া উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় একটি খাত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দুই খাতের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পাট ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশে ঈদুল আজহার দিন এক কোটির বেশি পশুর চামড়া ছাড়াও সারা বছর প্রচুর পশুর চামড়া সংগৃহিত হয়। যথেষ্ট লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় এগুলো দ্রুত প্রসেসিং করা সম্ভব হয় না। যার ফলে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। চামড়া খাতকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকার চামড়াজাত শিল্পের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে উল্লেখ করে তিনি চামড়া শিল্পের উন্নয়নে চীন সরকারকে বাংলাদেশকে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানসহ এ খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নতি করে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের ‘বর্ষ পণ্য’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাট ঐতিহ্যগতভাবেই দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পাট থেকে তৈরি সব পণ্য পরিবেশবান্ধব ও ব্যবহার উপযোগী। তিনি চীনে বাংলাদেশি আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা ছাড়াও মানসম্মত তাজা খাবার, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং ঈল মাছের চাহিদা থাকায় এসব পণ্য আরো বেশি রপ্তানি করার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া অন্যান্য কৃষি পণ্য এবং ফার্মাসিউটিক্যালস রপ্তানিরও আহ্বান জানান।

আহসানুল ইসলাম জানান, করোনা মহাসংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর ইজরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ ব্যাঘাত ঘটছে। যার ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা সফল বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সাক্ষাৎকালে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ থেকে আম আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করে পাট শিল্পে অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ থেকে পাট পণ্য আমদানি এবং এখাতে বিনিয়োগের করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

#

হায়দার/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২.২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: 2399

**লাফিয়ে লাফিয়ে চালের দাম বাড়িয়েছেন, এখন সেভাবেই কমাতে হবে**

 **--খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি) :

 ভরা মৌসুমে আমন চালের দাম বাড়বে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়িয়েছেন, এখন সেভাবেই কমাতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

মন্ত্রী আজ খাদ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ধান চালের বাজার ঊর্ধ্বগতিরোধ কল্পে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি দেন।

মন্ত্রী বলেন, মিলগেটে ২ টাকা দাম বাড়লে পাইকারি বাজারে ৬ টাকা কেন বাড়বে প্রশ্ন রেখে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, অবৈধ মজুতকারী কিংবা অহেতুক দাম বাড়িয়ে দেওয়া ব্যাবসায়ী কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। বিনা লাইসেন্সে যারা ধানের স্টক করছেন তারা কোনভাবেই ছাড় পাবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। সংকট তৈরি করা যাবেনা। প্রচুর ধান আছে। সরবরাহের ঘাটতি নেই। এসময় আরসি ফুড ও ডিসি ফুডদের ফুড গ্রেইন লাইসেন্সবিহীন মজুতদারী বন্ধ করতে ও লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য নির্দেশনা দেন সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন, এফপিএমইউ এর মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম, খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাংলাদেশ অটো মেজর রাইস মিল মালিক সমিতি, বাবু বাজার বাদামতলী বনিক সমিতি, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ব্যাবসায়ী সমিতি, চাল আমদানিকারকদের প্রতিনিধি ও খুচরা ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

পরে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রেস ব্রিফ করেন।

#

কামাল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৮

**কৃষিপণ্যের মধ্যস¦ত্বভোগীদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 দেশে কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মধ্যস¦ত্বভোগীদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ। তিনি বলেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে মধ্যস¦ত্বভোগীদের ধ্বংস করে দেওয়া যাবে আমরা সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাই। আমরা ভোক্তাদের জন্য মার্কেট স্টাডি করতে চাই। মার্কেট মনোপলি না ওলিগপলি সেটি দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে এখনই তার কোন ডেডলাইন দেওয়া যাচ্ছে না।

 আজ সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রোস্টার। পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকালে কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, কত দিনের মধ্যে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে সে বিষয় ডেডলাইন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যতগুলো সেক্টর আছে সবাই একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা নেব। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়েই আমরা বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে চাই। তিনি বলেন, বেশি মুনাফার জন্য মানুষের বুকে চাকু মারলাম, সেটা তো হয় না। বাজার নিয়ন্ত্রণে বাজার বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেওয়া হবে।

 কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া। এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। এখানে অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন, আমরা তাদের কাজে লাগাতে চাই। তিনি আরো বলেন, উৎপাদন যাতে বেশি হয়, ফসল যাতে বেশি হয়, সেজন্য আমরা কোন ভূমি খালি রাখতে চাই না। যেসমস্ত জায়গায় ফসল ফলানো যায়, সেখানে যাতে কৃষকরা উৎপাদনে উৎসাহিত হয়, আমরা সে পদক্ষেপ নেবো। প্রয়োজনে আমরা উঠান বৈঠক করবো। গ্রাম পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণের কর্মকর্তারা রয়েছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে তিনজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন। তারা প্রতিটি এলাকায় ঘুরে ফসলের সমস্যা কী, কীটনাশক সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না ও সঠিকমাত্রায় সার দিচ্ছে কি না- তা তদারকি করে থাকেন। সেই তদারকি আরো জোরদার করা হবে।

 জামার্নির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুস শহীদ বলেন, স্বাধীনতার সময় থেকে জার্মানির সঙ্গে আমাদের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। তারা আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। জার্মানি উন্নত দেশ, কৃষিতে উন্নত। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করবে। পূর্বাচলে আমরা একটি আন্তর্জাতিকমানের প্যাকিং হাউজ ও ল্যাব করতে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে জার্মানির কারিগরি সহযোগিতা দরকার। এ বিষয়েও তারা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা জার্মানিতে আম, আনারস, শাকসবজি রপ্তানি করতে চাই। তাদের বলেছি, কোয়ালিটির ব্যাপারে আমরা কোন আপস করবো না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানের প্রশ্নে আপস করা হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের জিরো টলারেন্স।

#

কামরুল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৭

**বিজিবি’র অভিযানে ২০২৩ সালে ২ হাজার ২৮৮ কোটি ৬৬ লক্ষাধিক টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ২০২৩ সালে (জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত) দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে সর্বমোট ২ হাজার ২৮৮ কোটি ৬৬ লাখ ৭ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

 জব্দকৃত চোরাচালান পণ্যের মধ্যে রয়েছে ২৬০ কেজি ৫৬৭ গ্রাম স্বর্ণ, ২৪৬ কেজি ১৪৭ গ্রাম রূপা, ২,১১,৪৩৮টি শাড়ি, ৭৯,৩৯০টি থ্রিপিস/শার্টপিস, ২৬,৫৬৮টি তৈরি পোশাক, ২৭,২৮,২০৫টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ২৯,৪৯৮ ঘনফুট কাঠ, ৯০,৬১৩ কেজি চা পাতা, ১১,১৩,৮৩৬ কেজি কয়লা, ১,৬৬,০৯৩ ঘনফুট পাথর, ১,৫২,১৮৮টি ইমিটেশন গহনা, ৪৩টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ১০,৪০৪ কেজি কারেন্ট জাল, ১,৪৯০ কেজি গ্যামাক্সিন পাউডার, ৩,২৭৩ প্যাকেট কীটনাশক, ১০৭ কেজি কচ্ছপের হাড়, ৭৮টি ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান, ৬৬টি প্রাইভেটকার/মাইক্রোবাস, ৯৯টি পিকআপ, ২৮০টি সিএনজি/ইজিবাইক এবং ৮৮২টি মোটরসাইকেল।

 একই সময়কালে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৪৫টি পিস্তল, ২টি রাইফেল, ২টি রিভলভার, ৫৯টি সকল প্রকার গান, ১,২৪৬ রাউন্ড গুলি, ৫৩টি ম্যাগাজিন, ৬টি মর্টার শেল, ১৪টি ককটেল, ২৭ কেজি গান পাউডার, ১৯৫ কেজি সালফার এবং ২৪.২০০ কেজি বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু।

 এছাড়া গত বছর বিজিবি কর্তৃক বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১,৪৭,৩৪,৭৭৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪২ কেজি ৯৪৭ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ১,৮৫,৮৩৩ বোতল ফেনসিডিল, ৩,০৪,৭৪৯ বোতল বিদেশি মদ, ৯,২৬৩ লিটার বাংলা মদ, ৫৭,৮৯৯ ক্যান বিয়ার, ২২,২২৯ কেজি গাঁজা, ৩৩০ কেজি ৭৯৩ গ্রাম হেরোইন, ১২ কেজি ৯৯৩ গ্রাম কোকেন, ৫,৯৮,৫৮৯টি নেশা জাতীয় ও উত্তেজক ইনজেকশন, ১,৫৩,২১০টি এ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ৬৫,৬৬৪টি ইস্কাফ সিরাপ, ১,৩৩,৫৮,৩৭৭টি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, ২১,৫০৩ বোতল এমকেডিল/কফিডিল এবং ৩৩,৫০,৩৫৪টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

 এছাড়া ২০২৩ সালে সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথ আইসসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ২,৩৬৭ জনকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৫৯৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক, ৭৭ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ৮৫৭ জন মিয়ানমার নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিজিবি কর্তৃক ১,৫৬৫ কোটি টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ করা হয়েছিল।

#

শরীফুল/পাশা/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৬

**দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে জামিয়া (আলীয়া) মাদ্রাসার**

**শিক্ষকদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে সরকার**

 **--- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলেন, নৈতিকতা ও সত্যিকারের দ্বীনি শিক্ষা যেন আমরা মানুষের মধ্যে দেই। বাংলাদেশে অনেক সমস্যা, অনেক বৈষম্য, অনেক চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সত্যিকারের দ্বীনি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই সত্যিকারের দ্বীনি শিক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আমাদের যারা আলেম-ওলামা আছেন তাদের প্রতি সবসময় অনুরোধ করেন গবেষণা করতে। গবেষণার করে আমাদের দ্বীনি ব্যবস্থায় এজমা, কিয়াস, বাহাস করে আমরা যাতে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে সরকার। এই লক্ষ্যে সরকার জামিয়া (আলিয়া) মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

 শিক্ষামন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে দেশের ফাযিল/কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

 শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখনো আমরা অনেক বেশি অর্থডক্স এবং অপ্রচলিত বা কনভেনশনাল জায়গায় আছি। পৃথিবীর অনেক দেশ আমাদের ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি দ্বীনি জ্ঞান অনেক বেশি এগিয়ে নিয়েছেন। সেটা মানুষের অধিকার হোক, জাকাত বা ট্যাক্স কীভাবে দেবে সে ব্যাপারে হোক, এই বিষয়গুলো আরো গবেষণা হওয়া দরকার। মন্ত্রী আরো বলেন, জ্ঞানী লোকরা নানান ধরনের গবেষণালব্ধ ফতোয়া দিয়েছেন। যেনোতেনো ভাবে নয়। এই গবেষণার জন্য ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি। সে জায়গাতে যারা অধ্যক্ষ রয়েছেন তাদের আরো মনোযোগী হতে হবে। যারা সমাজে খতিব হবেন, যারা ইমামতি করবেন তারা সমাজের নেতা। তারা শুধু ধর্মীয় নেতা নন, সমাজেরও নেতা। তারা সেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করেন। তাদের মাধ্যমে আমরা নানান বিষয় সাধারণ জনগণকে শেখাতে পারি। সেটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলি, দক্ষতানির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলি। নিষ্ঠাবান হওয়ার কথা বলি। এক সময় ছিল মসজিদভিত্তিক শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু আমরা সে পথে হাঁটতে পারিনি। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ইমাম সবাই সম্মিলিত উদ্যোগে একসঙ্গে যাতে কাজ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

#

খায়ের/পাশা/সায়েম/সঞ্জিব/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৫

**মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান : ইইউ রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক, তাদের নিজ দেশে পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে ফিরিয়ে নেওয়াই রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান। ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও ডেলিগেশন প্রধানকে এটি পুনর্ব্যক্ত করে এ বিষয়ে তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের হাতে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক নৌকাসহ ঐতিহ্যবাহী উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, করোনা মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচারে মানুষ হত্যার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যা থেকে বিশ্বের নজর অনেকটা অন্য দিকে সরে গেছে। সে কারণে আমি ইইউ রাষ্ট্রদূতকে বলেছি, বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এখানে আরো ১৫ লাখ অতিরিক্ত মানুষ একটি বিশাল চাপ। আর রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক। দু’দশক আগেও মিয়ানমারের মন্ত্রিসভায় রোহিঙ্গা মন্ত্রী ছিলো। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে ফিরিয়ে নেওয়াই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন এবং পাশাপাশি দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ইউরোপীয় উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং তাদের সাথে পার্টনারশিপ এন্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯.৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৪

**দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রীর রেড ক্রিসেন্ট পরিদর্শন; পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের আহ্বান**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেড ক্রিসেন্টের অবদান অনস্বীকার্য উল্লেখ করে আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমান। আজ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তরে সংস্থাটির কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে এ আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ। তাই সার্বক্ষণিক ঝুঁকির বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদেরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে নতুন ভবন ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তুলতে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশের যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেড ক্রিসেন্টের জন্য সরকারের সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

 বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এটিএম আবদুল ওয়াহ্হাব (অব.) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) এর হেড অভ্ ডেলিগেশন আলবার্টো বোকানেগ্রা-সহ সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ।

 সভায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)এর কাজের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাবের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় দপ্তরস্থ সিপিপি (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি)’র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের মধ্য দিয়ে সরকার ও রেড ক্রিসেন্টের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) সম্প্রসারণেরও বিভিন্ন পরামর্শ দেন তিনি।

#

 সেলিম/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯৩

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ: ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা**

ঢাকা, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে বাণিজ্য বিস্তৃতি, জঙ্গিদমন, ‘ফ্যানাটিজম’ মোকাবিলাসহ সকল ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করার বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। বৈঠক শেষে মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের হাতে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক নৌকাসহ ঐতিহ্যবাহী উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা উভয় দেশ আমাদের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি। আমাদের স্বাধীন দেশের ৫২ বছরের পথচলায় যুক্তরাষ্ট্রের বড় উন্নয়ন সহযোগীর ভূমিকার জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। বাণিজ্য খাতেও তারা আমাদের বড় অংশীদার। আমাদের ‘বিজনেস বাস্কেট’ আরো সমৃদ্ধ করা ও যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও আমাদের নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

নানা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘জঙ্গিদমনে এবং বিশ্বব্যাপী ‘ফ্যানাটিজম’ মোকাবিলায় আমরা দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করছি, ভবিষ্যতেও কাজ করবো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছি। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য আমরা সবসময় তাদের সহযোগিতা চেয়ে এসেছি, আজ আবারও তা পুনর্ব্যক্ত করেছি। তারা আগে থেকেই এ বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করে আসছে, আমরা একযোগে কাজ করার বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছি।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান, ‘গত নির্বাচনে মার্কিন পর্যবেক্ষকদের পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি তাকে সুষ্ঠু, সুন্দর, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা জানিয়েছি যেখানে শীত ও কুয়াশা সত্ত্বেও প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে, যেটি একটি ভালো ভোটার টার্ন-আউট।

‘নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র’

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সাংবাদিকদের জানান, ওয়াশিংটন আগামী দিনে বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। তিনি বলেন, ‘আগামী দিনগুলোতে আমাদের পারস্পরিক স্বার্থকে এগিয়ে নিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কীভাবে ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করবে সে বিষয়ে নতুন মন্ত্রীর সঙ্গে তার একটি সূচনা বৈঠক হয়েছে।’

বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং রোহিঙ্গাদের মতো পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কীভাবে একসাথে কাজ করব সে বিষয়ে আমরা কথা বলেছি, জানান পিটার হাস।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯.২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯২

**পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সাথে এডিবির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী দেশের সার্বিক পরিবেশ ও বনের উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বলেন, দেশের পরিবেশ ও বনের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পাশাপাশি দেশের পরিবেশ ও বনের উন্নয়নে এডিবির মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

আজ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এডিমন গিন্টিং সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা ও মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা থেকে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক কাজ করবে। এছাড়া বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

এডিবির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এডিমন গিন্টিং বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বিশ্বের অন্যান্য দেশ অনুসরণ করে। তিনি বলেন, এডিবি সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে। বাংলাদেশে এডিবির সহযোগিতা ক্রমবর্ধমান গতিতে অব্যাহত থাকবে।

এর পূর্বে পরিবেশমন্ত্রী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ১০০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে পরামর্শ সভা করেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় ও ব্রাক, সিপিডি, এসডো, বেলা, সাজেদা ফাউন্ডেশন, ওয়েস্ট কনসার্ন-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিবেশবাদী বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

পরে মন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সাথে ঢাকা শহরের জলাশয়গুলো সংরক্ষণ-সহ সার্বিক পরিবেশের মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯.২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯১

**নামজারি প্রক্রিয়া বাতিলের খবরটি গুজব**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 সম্প্রতি অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কিছু ব্যক্তি নামজারি প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে মর্মে বিভিন্ন তথ্য কিংবা ভিডিও কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ার দিচ্ছেন। এতে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি প্রক্রিয়া বাতিলের কোনো সুযোগ নেই।

 রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৪৩ (গ) ধারায় খতিয়ান সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে, “ধারা ৮৯ এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর, রাজস্ব কর্মকর্তা খতিয়ানে নামজারির জন্য একটি নথি খুলিবেন এবং নামজারির জন্য জোতের সহ-অংশীদারগণের প্রতি নোটিশ জারি করিবেন”। প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা ১৯৫৫-এর ৮, ৯ এবং ২৩ ধারাতেও নামজারির কথা বলা হয়েছে।

 সরকার জনগণের সুবিধার্থে ও ভোগান্তি কমাতে নামজারি প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জমি ক্রয় কিংবা অন্যকোনোভাবে মালিকানা পরিবর্তন পরবর্তী ভূমি নিবন্ধনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ‘রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ’-এর মাধ্যমে।

 প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় নামজারি প্রক্রিয়া কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে দেশের ১৭টি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান। শীঘ্রই দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হবে রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ।

 উল্লেখ্য, নামজারি বা মিউটেশন হচ্ছে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মালিকানা পরিবর্তন করা। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো বৈধ পন্থায় ভূমি/জমির মালিকানা অর্জন করার পর তা নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করে সরকারি রেকর্ড সংশোধন করে তার নামে রেকর্ড আপটুডেট (হালনাগাদ) করাকেই নামজারি বলা হয়।

 কোনো ব্যক্তির নামজারি সম্পন্ন হলে তাকে একটি খতিয়ান দেয়া হয় যেখানে তার অর্জিত জমির একখানি সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী উল্লেখ থাকে। দুইটি জরিপ কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে রেকর্ড সংশোধন করা হয় নামজারির মাধ্যমে। জমির মালিকানা প্রমাণের অন্যতম প্রধান শর্ত সরকারি রেকর্ডে/খতিয়ানে নাম থাকা।

#

নাহিয়ান/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৯০

ডেঙ্গুর প্রতিরোধে বছরব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে

 - স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ডেঙ্গু-সহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভা আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিমসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মন্ত্রী ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে এডিস মশার প্রজননস্থলগুলো চিহ্নিত করে লার্ভা ধ্বংস করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি বসত বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্য ফুলের টব, টায়ার, ফ্রিজের নীচে কিংবা বাসার ভিতর জমা পানি প্রতি তিনদিনে একবার পরিষ্কার করার ওপর জোর দেন। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, হাসপাতাল ও এর মেডিকেল বর্জ্য এবং বিভিন্ন থানায় জব্দকৃত যানবাহনে যাতে এডিস মশা জন্মাতে না পারে সেজন্য বছরের প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যাংক ও আবাসিক এলাকাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা নিজেরা সচেতন হলে ডেঙ্গু ও এডিস মশা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সভায় এ বছর সারা দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশনা দেন। তিনি এ সময় সারাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় হওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে বলেন। তিনি জানান, গ্রামের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় গ্রামেও নগরানের ছোঁয়া লেগেছে ফলে গ্রামেও স্বচ্ছ জমাটবদ্ধ পানি থেকে এডিস মশার লার্ভা উৎপন্ন হতে পারে। যেহেতু গতবছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে তাই আশঙ্কার কথা হচ্ছে এবছর তা আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে যদি আমরা এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করতে না পারি।

মোঃ তাজুল ইসলাম সভায় এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসের আমদানিকৃত কীটনাশকের গুণগতমান পরীক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গতবার মশার কীটনাশক স্প্রে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এ বছর পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ঔষুধ কার্যকর হয়।

মন্ত্রী এ সময় এ বছরের ডেঙ্গুর গবেষণা ও ডাটা সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় ফলাফল সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় যাতে ঠিক থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধি ও এডিসসহ নানা ধরনের মশার বিষয়ে শিক্ষা কারিকুলামে যোগ করা যায় কিনা সে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিবেচনার জন্য বলেন।

#

হেমায়েত/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৮৯

**বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সবাইকে কাজ করতে হবে**

 **-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সমাজের মূলস্রোতে থাকা মানুষের সংখ্যা পিছিয়ে পড়া মানুষের থেকে বেশি। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সবাইকে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ।

মন্ত্রী বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি অনেক। প্রতিটি কর্মচারীকে বুঝতে হবে, তিনি কত বড় একটা স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুদক্ষ কারিগর। এই স্বপ্নটিকে তারা নিজের স্বপ্ন হিসেবে নিবেন। নিজের বুকে ধারণ করবেন, সেই স্বপ্নটিকে বাস্তবায়নের জন্য তারা কাজ করবেন।

ডা. দীপু মনি বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছে। এখন আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। স্মার্ট নাগরিক মানে, যিনি সৎ, মানবিক, পরমসহিষ্ণু, সহমর্মী, পরোপকারী, অসাম্প্রদায়িক ও সমস্যার সমাধান করতে সবসময় প্রস্তুত। এ ধারণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

#

জাকির/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৮

**বিসিক শিল্পনগরীতে জুয়েলারি শিল্পের কারখানা স্থাপনে জমি বরাদ্দের আশ্বাস শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) শিল্পনগরীতে জুয়েলারি শিল্পের কারখানা স্থাপনে জমি বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, ঢাকা থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে নতুন একটি বিসিক শিল্পনগরী করা হয়েছে। এটা একটা সুন্দর জায়গা ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের পাশে। বর্তমানে তাঁতিবাজারে যে শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে, সেগুলো সেখানে চলে যেতে পারবে।

 বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এর সহ-সভাপতি মোঃ রিপনুল হাসানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 সাক্ষাৎকালে বাজুসের পক্ষ থেকে ৮ প্রস্তাবনা দেয়া হয়। প্রস্তাবনাগুলো হলো: জুয়েলারি শিল্পকে অগ্রাধিকারখাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে স্বর্ণ পরিশোধনাগার ও জুয়েলারি শিল্পে ব্যবহৃত মেশিনারিজ আমদানিতে শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জুয়েলারি শিল্পের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ দেয়া এবং স্বর্ণের গুণগত মান ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকল্পে বাজুস ও বিএসটিআই’র তত্ত্বাবধানে দেশের প্রতিটি জেলায় গোল্ড টেস্টিং ল্যাব ও হলমার্ক সেন্টার স্থাপন, ডায়মন্ডের গুণগতমান ও গ্রাহক প্রতারণা রোধে বাজুস ও বিএসটিআই’র তত্ত্বাবধানে দেশের সকল জেলায় আধুনিক ডায়মন্ড টেস্টিং ল্যাব স্থাপন, বর্তমানে যে সকল গোল্ড টেস্টিং ল্যাব ও হলমার্ক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সকল ল্যাবের রিপোর্ট সঠিক কি না তা নিয়মিত তদারকির জন্য বাজুস ও বিএসটিআই’র সমন্বয়ে যৌথ মনিটরিং সেল গঠন।

 মন্ত্রী বলেন, বাজুস যে দাবিগুলো জানালো সেগুলোর উপযোগী পরিকল্পনা নেওয়া হবে। কারণ আমরা দ্রুত বিশ্ববাজারে যেতে চাই, রপ্তানি করতে চাই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাই। আমাদের সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। ট্যাক্স ভ্যাট বিষয়ে তিনি বলেন, স্বর্ণ আমদানি করে আনতে হয়৷ জুয়েলারি শিল্প যেহেতু আমদানিনির্ভর তাই ভ্যাট, ট্যাক্স নিয়ে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে কথা বলবো। যেহেতু এটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার, ভারতসহ অন্যান্য দেশ রয়েছে সেহেতু আমাদের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমাদের এখানে স্বল্প মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়, ফলে অনেক কম খরচে জুয়েলারি তৈরি করা যায়। যা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বাজুসকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। তিনি বলেন, অবৈধভাবে কোনো জুয়েলারি ব্যবসায়ী যাতে ওজনে কারচুপি করতে না পারে, সেজন্য বাজুস ও বিএসটিআই’র মাধ্যমে যৌথভাবে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বিমানবন্দরে বিএসটিআইয়ের একটি স্বর্ণ পরীক্ষার যন্ত্র বসানোর প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

#

মাহমুদুল/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৭

**দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করে জনদুর্ভোগ কমানোর আহ্বান আইনমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 মামলা জটের কারণে জনগণ একদিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে নানারকম হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হয়। তাই দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করে জনগণের হয়রানি ও দুর্ভোগ কমাতে সবোর্চ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

 আনিসুল হক টানা তৃতীয়বারের মতো আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় নারী ডেপুটি অ্যাটোর্নি জেনারেল (ডিএজি) ও অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটোর্নি জেনারেল (এএজি) গণ আজ সচিবালয়ে শুভেচ্ছা জানাতে এলে তাঁদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

 মামলা জট নিরসনে অনেকগুলো মামলা ফাস্ট ট্রাক করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে ডিএজি ও এএজিদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, হাইকোর্টে অনেক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। এগুলোর ‘ইন্টিমেশন’ তাড়াতাড়ি করতে হবে। তিনি বলেন, হাইকোর্টে সবচেয়ে বেশি হয় ‘স্টে’ যা ‘ভ্যাকেট' করার জন্য প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/সংস্থা সলিসিটর অফিসের মাধ্যমে নির্দেশনা দিতে পারে। সেটা যদি একটু তাড়াতাড়ি প্রসেস করে তথ্যাবলী আইন মন্ত্রণালয়কে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ডিসপোজাল/নিষ্পত্তির ব্যাপারে তড়িৎ কাজ করা সম্ভব হবে।

 ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ২০০০ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন করেছিলেন এবং এই আইনের আওতায় জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই সংস্থার কার্যক্রম স্থবির হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে আবারও সরকার গঠন করলে এই সংস্থাকে সচল করা হয় এবং গত ৫-৭ বছরে এটি একটি সিস্টেমের মধ্যে এসেছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণেও একটি আইনগত সহায়তা প্রদান অফিস চালু করা হয়েছে।

 তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং যে নেতৃত্ব দিয়েছে সেটা বিগত নির্বাচনে জনমতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

#

 রেজাউল/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮১০ ঘণ্টা

‍ তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৮৬

**অবৈধ ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো বন্ধের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি ):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা সব ধরণের অবৈধ ক্লিনিক, ডায়াগস্টিক সেন্টার-সহ অবৈধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অবৈধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিতে আমাদের অভিযান শীঘ্রই শুরু করা হবে। এর মধ্যেই অবৈধ ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর মালিকেরা নিজেরাই যদি বন্ধ করে দেয় ভালো, নাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ বনানী কবরস্থানে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাল্যবন্ধু শেখ কামাল-সহ অন্যান্য শহিদদের কবর জিয়ারত ও পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে মন্ত্রী উপস্থিত মিডিয়া কর্মীদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী এ সময় জানান, স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে কাজ করা হবে। ঢাকা মেডিকেলে যে মানের ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছে সে মানের ডাক্তার জেলা-উপজেলা হাসপাতালে পাঠালে কাজটি সহজ হবে। ডাক্তারদের সুযোগ-সুবিধা ভালো করলে তারা জেলা - উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতে আগ্রহী হবে। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে কাজ করা এবং সেটা করা হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাল্যবন্ধু জাতির পিতার বড় ছেলে শেখ কামাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতির পিতার বড় ছেলে শেখ কামাল বেঁচে থাকলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার হাত নিঃসন্দেহে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হত। শেখ হাসিনা সেই শক্ত হাতে বাংলাদেশকে আরো দ্রুততম সময়ে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু ঘাতকরা অনেক বড় ক্ষতি করে দিয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করে বলেন, শেখ কামাল দেশকে নিয়ে অনেক ভাবতেন। আমরা কয়েকজন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমরা দেখেছি, তিনি (শেখ কামাল) খেলাধুলার উন্নতির প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। বাংলাদেশ যেন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে খেলতে পারেন এজন্য তিনি খেলাধুলায় উৎসাহ দিতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে খেলাধুলা-সহ সব দিকে বাংলাদেশ আরো দ্রুত এগিয়ে যেত।

জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের ছোটবেলার বন্ধু বাদল-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৮৫

**ত্রাণ মন্ত্রণালয় আরো স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রশংসনীয় মন্ত্রণালয় হবে**

 **-মহিববুর রহমান**

ঢাকা, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি):

‍ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আরো স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রশংসনীয় মন্ত্রণালয় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান। তিনি বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজের অগ্রগতি ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

রাজধানীর মহাখালীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে আয়োজিত সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ভূমিকম্প পরবর্তী প্রাথমিক উদ্ধার কাজ আরো শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় উন্নত মানের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হবে। এছাড়া অধিদপ্তরের এইচবিবি প্রকল্পের ইটের রাস্তা পরিবর্তে কংক্রিটের সড়ক নির্মাণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে আরো আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে এই মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ সড়কের ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য সেতু আরো বড় করা যায় কি না সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী।

এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপূর্বে প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

সেলিম/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৮৪

**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর সাথে শিপার্স কাউন্সিল অভ্‌ বাংলাদেশ’র প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি ):

আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন শিপার্স কাউন্সিল অভ্‌ বাংলাদেশের সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম। শিপার্স কাউন্সিল অভ্‌ বাংলাদেশের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদিত হয় এবং পাট থেকে এখন উচ্চমানের ও আকর্ষণীয় বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। পাটপণ্য সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। তাই শুধু গার্মেন্টস্ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল না থেকে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকনও মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিটিএমএ’র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

 সৈকত/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৩

 **রমজানে ন্যায্যমূল্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে**

 **--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 আসন্ন রমজান মাসে প্রান্তিক মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম বিক্রির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

 আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তর কক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ কথা জানান।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, উৎপাদন ও মজুত থাকার পরও তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এর কারণগুলো প্রধানমন্ত্রী নিজেই খতিয়ে দেখছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়েও তিনি মতবিনিময় করবেন। দেশে পর্যাপ্ত ডিমের উৎপাদন আছে, মাছের উৎপাদনও যথেষ্ট আছে, সুতরাং এগুলো ঠিক কী কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না সেটি খতিয়ে দেখার বিয়ষটি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় রয়েছে। এ থেকে উত্তরণে আগামী রমজানকে সামনে রেখে ট্রাকে করে বিভিন্ন জায়গায় ন্যায্যমূল্যে চাল-ডাল-তেল দেওয়ার মতো করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত বস্তিনির্ভর এলাকা, দরিদ্রতর মানুষের বসবাসের জায়গায় ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে বিক্রয়ের পরিকল্পনা করেছে। বাজারের চেয়ে কম মূল্যে এসব জায়গায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম পাওয়া যাবে।

 মন্ত্রী বলেন, মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ৩য় অবস্থানে রয়েছে। আমাদের অবস্থান আরো উন্নততর জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ডেইরি খাতে আরো কিছু কাজ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় আছে। মা ইলিশ এবং বাচ্চা ইলিশ (জাটকা) ধরার প্রবণতা বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সময় মাছ ধরা নিষেধ থাকে, যার ফলে আমরা সুফল পাই, এটি চলমান রাখা হবে। জেলেদের প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এর পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান।

 সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিদেশ থেকে যেসব সহায়ক কাঁচামাল, ঔষধ, ফিড আমদানি করতে হয়, সেসবের মূল্য বৃদ্ধি কেন হয়, দামের তারতম্য কি হয়, সে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত যেহেতু মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, তাই এ খাতে কাঁচামালসহ অন্যান্য কিছু আমদানিকে যাতে আলাদা বিবেচনা করা যায় সে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনা হবে।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে জড়িত সিন্ডিকেট বন্ধ করা সংক্রান্ত সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সিন্ডিকেটকে কোনো ধরণের ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। আইনগত কাঠামোর মধ্যে এদের একটা ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি এদের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক ক্যাম্পেইনও তৈরি করতে হবে। সিন্ডিকেটের ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স। এটি কোনো জায়গায় কীভাবে হয় সেটি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

#

ইফতেখার/পাশা/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমকি ২১ শতাংশ। এ সময় ৩২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ১০৬ জন।

#

দাউদ/পাশা/সায়েম/জয়নুল/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৩৮১

**ময়মনসিংহে বিএসটিআই’র অভিযানে ২০ লাখ টাকার অধিক জরিমানা আদায়**

ময়মনসিংহ, ৩ মাঘ ( ১৭ জানুয়ারি ):

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে গত ডিসেম্বর মাসে ভ্যাটসহ ২০ লাখ ৬২ হাজার ৯৬১ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ওজন ও পরিমাণ মানদন্ড আইন ২০১৮ অনুসারে পণ্য মোড়কজাতকরণ সনদ গ্রহণ ব্যতীত পণ্য বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ করার অপরাধে ভ্রাম্যমান অভিযান বা মোবাইল কোর্ট একই সময়ে ভ্যাটসহ ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৩৪ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

অন্যদিকে, ময়মনসিংহ বিএসটিআই বিভাগীয় অফিসের দেওয়া তথ্য মতে, একই সময়ে সিএম লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা ১৬টি এবং সিএম লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা ১২ টি। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা ৪টি যাতে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া, সার্ভিল্যান্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা ৭টি ও বাজার থেকে সংগ্রহীত নমুনা সংখ্যা ৬টি এবং নতুন কারখানা চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে ৩০ টি।

ময়মনসিংহ বিএসটিআই’র উপপরিচালক (রসায়ন) ও অফিস প্রধান দেবল কান্তি রায় বলেন, যারা অবৈধ মানচিহ্ন ব্যবহার করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে আগত রমজানের পুরোমাস খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে অভিযান চলমান থাকবে।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 #

হুদা/জামান/রবি/রাসেল/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-২৩৮০

**সরকারের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত**

রাজশাহী, ০৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি):

 রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডের ৩ জন ভিক্ষুকের মাঝে গতকাল বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ করেছে রাজশাহী জেলা সমাজসেবা কার্যালয়। ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় এ উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

 পুনর্বাসনের আওতায় আসা ভিক্ষুকদের মধ্যে ২ জন নারী ও ১ জন পুরুষ। তারা প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকার উপকরণ পেয়েছেন। এদের মধ্যে একজন নারীকে শরবতের ব্যবসা ও অপরজনকে কাপড়ের ব্যবসার উপকরণ দেওয়া হয়। আর পরুষ ভিক্ষুক পেয়েছেন মুদিখানার ব্যবসার বিভিন্ন উপকরণ।

 রাজশাহী জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক হাসিনা মমতাজ জানিয়েছেন, গতকালের ৩ জনসহ এই অর্থবছরে এ পর্যন্ত জেলার মোট ২১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপজেলা ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগের আহ্বান জানান।

 উল্লেখ যে, ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় সরকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৩ হাজার সম্ভাব্য উপকারভোগীর জন্য ১২ কোট টাকা বরাদ্দ রেখেছে।

#

তৌহিদ/জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৯

**নবনিযুক্ত প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সিলেটে জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ**

সিলেট, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

নবনিযুক্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেটে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সিলেটে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৮

**মহাদেবপুরে অবৈধ চাল মজুত করায় লাখ টাকা জরিমানা**

রাজশাহী; ০৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি):

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় অবৈধভাবে চাল মজুত করায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এসিআই অটো রাইস মিলকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ কামরুল হাসান সোহাগ।

 গতকাল কৃষি বিপনণ আইন ২০০৮ এর ১৯ (১) এর ঠ ও ড ধারা মোতাবেক এসিআই অটো রাইস মিলকে এ জরিমানা করে তাৎক্ষণিক তা আদায় করা হয়। মিলে বিনির্দেশকৃত ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি আতপ চালের অবৈধ মজুত থাকায় এ জরিমানা করা হয়। অবৈধ মজুতকৃত চাল তিন কার্য দিবসের মধ্য বিক্রির আদেশও দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

 এসময় নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোঃ গোলাম মওলা , জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তানভীর রহমান, জেলা বাজার কর্মকর্তা , ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদ/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৭

**রংপুরে দ্রুতগতিতে চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের নির্মাণ কাজ**

রংপুর, ৩ মাঘ, (১৭ জানুয়ারি) :

 রংপুরের সদর উপজেলার দেবীপুরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারের নির্মাণ কাজ।

রংপুর-দিনাজপুর সড়কের পাশে দেবীপুর-গংগাহরি মৌজায় ১০ একর জমিতে নির্মিত হচ্ছে এই নভোথিয়েটার। ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের জুনে নভোথিয়েটারের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

 ২০২১ সালে একনেকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন’ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নভোথিয়েটারে থাকবে বিশ্বমানের প্লানেটেরিয়াম, প্লাজা, অফিসব্লক, ফোয়ারা, ওয়াটারবাথ, ডরমেটরি ও প্লেগ্রাউন্ড।

 রংপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার নির্মিত হলে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনী উপভোগ করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে মহাকাশ সম্পর্কে এতদিন যা পড়েছে ও জেনেছে, তা বাস্তবে দেখার সুযোগ মিলবে এই নভোথিয়েটারে মাধ্যমে এবং মহাকাশ বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণাসহ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে এই নভোথিয়েটার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

#

অর্জুন/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৬

**কাতার শ্রম মন্ত্রণালয়ের এসিসট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক**

 কাতার, ১৭ জানুয়ারি :

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ নজরুল ইসলাম গতকাল কাতারে সেদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের এসিসট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারি শেখা নাজওয়া বিনতে আব্দুর রহমান আল থানির সাথে বৈঠক করেন।  বৈঠকে কাতারের শ্রমবাজার ও বাংলাদেশি কর্মী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু, আসন্ন ৭ম জয়েন্ট কমিটি মিটিং ও দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

  রাষ্ট্রদূত কাতারের আমীরের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফরে একটি শ্রমসংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের প্রস্তাব দিলে এসিসট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তিনি কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বেতন ভাতা ও সার্ভিস বেনিফিট সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিষয় তুলে ধরলে শেখা নাজওয়া আল থানি যেকোনো অভিযোগ তাৎক্ষণিক লেবার মিনিস্ট্রিকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। কোনো শ্রমিক তার বেতন না পেলে দেরি না করে এক মাসের মধ্যেই অভিযোগ দায়ের ও দূতাবাসকে অবহিত করার করার পরামর্শ দেন। কারণ, ৩ বা ৪ মাস ধরে কোনো কোম্পানি বেতন না দিলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া ২ বা ৩ মাসের অধিক সময়ে বেতন না পেলে অন্য কোথাও কাজের সন্ধান করার পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রদূত কাতারের বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি নিয়োগ করার বিষয় তুলে ধরলে শেখা নাজওয়া আল থানি বলেন, কাতার শ্রম বাজার ডিজিটাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে। তাই দক্ষ ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক আনার বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কাতার আর কোনো অদক্ষ শ্রমিক আনবে না।

শ্রম মন্ত্রণালয়ে কেস চলাকালীন সত্ত্বেও অনেক বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি রাষ্ট্রদূত তুলে ধরলে শেখা নাজওয়া বলেন, ইতোমধ্যে কাতারের শ্রম মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনলাইন লিংক করা হয়েছে, যাতে কোনো শ্রম অভিযোগের নিষ্পত্তি ছাড়া কাউকে ডিপোর্ট করা না হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রমকল্যাণ উইংয়ের কাউন্সেলর মোহাম্মদ মাশহুদুল কবীর ও তন্ময় ইসলাম এবং কাতারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

নজরুল/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৫

**সিনিয়র জেলা জজ ইমান আলী শেখের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ড. মো.  ইমান আলী শেখের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

মন্ত্রী এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

এছাড়া, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার তাঁর মৃত্যুতে পৃথক শোক জানিয়েছেন।

#

রেজাউল/জামান/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/৯৩০ ঘণ্টা